পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ২৬৩তম সভার কার্যবিবরণী

বিগত ১১/০২/২০১০ ও ১৪/০২/২০১০ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ শাহজাহান-এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ২৬৩-তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ, (বিসিআইসির একটি প্রতিষ্ঠান), ডাকঃ সিইউএফএল, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম শার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট সার তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগত মান পরীক্ষার ফলাফল, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিনির্দেশ অনুসরণে ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) ফার্টিলাইজার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় Dust collection ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। Dust collection ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপিত Dust collection ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার Down wind direction-এ কারখানার চতুর্পার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান (SPM / PM_{10}) অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঙ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) এ কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিনবর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ পুর্বক পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে।

ছ) ডমেষ্টিক তরল-বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

জ) কারখানা চত্ত্বরে উন্মুক্ত অবস্থায় কোন সার বা কাঁচামাল ইত্যাদি রাখা যাবেনা।

ঝ) Raw materials এবং finished Products loading, unloading, Transport করার সময় Dust নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে চালূ রাখতে হবে।

ঞ) জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ট) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২. কটন টেক্সটাইল এন্ড অ্যাপারেলস লিঃ, জহরচান্দা, বেলমা, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও অ্যাপারেলস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, বিশ্লেষিত ফলাফল ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ণ ডাইং ও অ্যাপারেলস তৈরী করার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩. এফ এম ইয়ার্ণ ডায়িং লিঃ, আখালিয়া, হাজীর বাজার, ভালুকা, ময়মনসিংহ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুতা রং করা) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, বিশ্লেষিত ফলাফল ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ণ ডাইং করার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ (জিটিসিএল)-এর আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ -চট্টগ্রাম পাইপ লাইন প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৭১,৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাইপ লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) প্রকল্পটি পরিচালনার ফলে সৃষ্ট তরল বর্জ্য, বায়বীয় ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ঙ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে সঞ্চালন লাইন চালু করা যাবে না ।

২. বি সি এল পেপার মিল, ঠেঙ্গামারা, গোকুল, বগুড়া(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাগজ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে ইআইএ উপস্থাপনা এবং প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে ইটিপি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) প্রকল্পটি পরিচালনার ফলে সৃষ্ট তরল ও বায়বীয় বর্জ্য এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ঙ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে কারখানার উৎপাদন শুরু করা যাবে না ।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **কেনটাকি টেক্সটাইলস লিঃ, রতনদী, মোগড়া পাড়া, থানাঃ সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উইভিং, নিটিং, ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই ফরমেট, বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত সাইট লোকেশান ম্যাপ, প্রকল্পের অবস্থান, দাখিলকৃত ইটিপি-এর নক্সা, কারখানার লে-আউট প্লান ও ড্রেনেজ সিস্টেমের নক্সা ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিবর্বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত ড্রেনেজ লাইনসহ আইইই ফরমেটে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) ইটিপি'র বিস্তারিত ডিজাইনসহ ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

i. তরল বর্জ্য সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব দূরীকরণের জন্য যে সকল মিটিগেশন মের্জাস নেয়া হবে তার যৌক্তিকতা ও বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সাথে তুলনামূলক বিবরণ;

ii. যে দেশ থেকে কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী করা হবে তার নাম; ইটিপি-এর যন্ত্রাদি একই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা এবং না থাকলে তার যৌক্তিকতা;

iii. রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিস্তারিত Manufacturing Process এর বিবরণ;

- পানি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঁচা মালসমূহের Mass Balance হিসাব;
- উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমান, বিক্রিয়া ও রাসায়নিক প্রকৃতি;
- পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য তরল বর্জ্যের গুণগত মান (pH, DO, BOD, COD, TSS, TDS, SS, Fe ইত্যাদি)।
- যন্ত্রপাতির বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন উল্লেখপূর্বক উপযুক্ত স্কেলে ইটিপি'র ডিজাইন, ডাইমেনশন ও সেকশন এলিভেশনসহ বিশদ নকশা ও বাস্তবায়নের সময়সূচী;
- পরিশোধনের বিভিন্ন ধাপের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ক্যালকুলেশন/স্লাজের পরিমান ও চূড়ান্ত ডিসপোজাল সিস্টেমের বিস্তারিত বিবরণ;
- তরল বর্জ্যের চূড়ান্ত অপসারণ স্থানের পানির গুণগত মান ও পানিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্রের বিবরণ;
- ইটিপি অপারেশন ও রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং ইটিপি এর পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও বিকল্প পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;
- ইটিপি-এর প্রতিটি ইউনিটের ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতিসমূহের সাথে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

জ) শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক ৬৬% স্থান আচ্ছাদিত করা যাবে উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে নূন্যতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখতে হবে।

ঝ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) ক-ঝ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহন এবং কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

২. **আল নুর পেপার মিল লিঃ, ৩২৬/1 গোদনাইল রোড, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়েষ্ট পেপার থেকে মিডিয়া পেপার ও ক্রাফট পেপার প্রস্তুতি)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, IEE প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, লোকেশন ম্যাপে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিবর্বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক উক্ত প্রতিবেদনে ইটিপি'র বিশদ নকশাসহ বাস্তবায়নের সময়সূচী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
চ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ ও কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না ।
ছ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
জ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
ঝ) ক-জ-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে ।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ ও কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না ।

৩. **নড়াইল সাব প্রোজেক্ট, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অঙ্গন, ফরিদপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্লুইস গেট মেরামত ও নির্মান, খাল ও নিস্কাশন ড্রেন খনন, বাঁধ মেরামত ও নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে আইইই উপস্থাপনা সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইআইএ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প চলাকালীন দূষণের পরিমাণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
ঘ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
ঙ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।
চ) ক-জ-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে ।
ছ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

৪. **সেঞ্চুরী বিল সাব প্রজেক্ট,দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অঙ্গন, ফরিদপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্লুইস গেট মেরামত ও নির্মান, খাল ও নিস্কাশন ড্রেন খনন, বাঁধ মেরামত ও নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে আইইই উপস্থাপনা সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইআইএ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প চলাকালীন দূষণের পরিমাণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।
ঘ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
ঙ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।
চ) ক- ঙ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে ।
ছ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

ঘ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **মেসার্স আর্দশ টিন ইন্ডাস্ট্রিজ, বিসিক শিল্প নগরী, বাগেরহাট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তেলের কনটেইনার প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পূরণকৃত ইএমপি ফরমেট, বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত সাইট পরিদর্শন ম্যাপ এবং সাইট পরিদর্শন প্রতিবেদন/তথ্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। ২০৬তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজ ও বিভাগীয় দপ্তরের পুনঃপরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয় যে, কারখানাটি চালু এবং কারখানাটিতে টিন প্লেট, এলুমিনিয়াম ক্লোরাইড, জিংক ও সীসা এর সমন্বয়ে তেলের কনটেইনার প্রস্তুত করা হলেও দূষণ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক সরেজমিন তদন্তপূর্বক তার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন কমিটিতে দাখিল সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
ক) কারখানায় সৃষ্ট এসিড ফিউম নিয়ন্ত্রণের জন্য চুল্লীর উপর ফিউম হুড এবং কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন করতে হবে।

২. **বান্দরবন পার্বত্য জেলার সদর থানার নিলাচল রোড়ের পশ্চিম পার্শ্বে মৌজা নং-৩১৩ এর উপর নির্মানাধীন স্কাই এন ভেলী রিসোর্ট, হোল্ডিং নং ৪১০, ৪৩৩, ৪৪৪, ৪২০** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্কাই এন ভেলী রিসোর্ট নামক পর্যটন পার্ক)ঃ উদ্যেক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, আইইই চেকলিষ্ট, কাগজপত্রাদি, ২২৭তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক চাহিত আইইই প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি। এমতাবস্থায়, উদ্যোক্তা কর্তৃক আইইই প্রতিবেদন এবং ইআইএ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি পুনরায় দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত অবহিত করে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তাকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিঃ, মংলা বন্দর এলাকা, মংলা, বাগেরহাট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুপার অক্টেন-১০০, ডিজেল, কেরোসিন) উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, EMP প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, লোকেশন ম্যাপে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে ইটিপির লে-আউট এবং কারখানার লে-আউট প্লানে ইটিপি-র অবস্থান দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. **মেসার্স মক্কা ব্রিক্স ফিল্ড, গ্রামঃ খরনা, ডাকঃ মোজাফফরাবাদ, থানাঃ পটিয়া, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইট প্রস্তুতি)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, EMP প্রতিবেদন, পর্যালোচনা প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ইতোপূর্বে দুইবার বিভাগীয় দপ্তর থেকে প্রস্তাবিত ইট ভাটাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে উদ্যোক্তাকে পত্র মারফত জানানো হয়েছে। কিন্তু, সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে প্রেরণের সময় এই ইট ভাটাটির অবস্থান গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা কমিটির নিকট বোধগম্য নয়। এ বিষয়ে বিভাগীয় দপ্তর থেকে ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, গত ২৬/০১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইট ভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঙ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **প্রবাসী পল্লী (ইন্সপায়ার্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ, নারায়নকুল, খিলগাও, সমরসিং ও পূবাইল এলাকা, সদর থানা, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, কাগজপত্রাদি, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পকে বেসরকারী আবাসিক বিধিমালা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যাবলী/কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- প্রকল্পভুক্ত সমূদয় জমির মালিকানার স্বপক্ষে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক এর নিকট হইতে মৌজা ও সি, এস দাগসূচীর সমন্বয়ে দায়মুক্তি সনদপত্র (No-encumbrance Certificate), খতিয়ান, জমির দলিল, মিউটেশন এবং হাল নাগাদ ভূমি উন্নয়ন করসহ সকল কর পরিশোধের মূল রশিদ দাখিল করিতে হইবে।
- প্রকল্প এলাকার প্রাক-সমীক্ষা প্রতিবেদন
- Sewerage Treatment Plant (STP) অবস্থানসম্বলিত সাইট লোকেশন ম্যাপ এবং STP-এর লে-আউট প্ল্যান
- প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজনীয় মাটির উৎস এবং মাটি সংগ্রহের ফলে উৎসের পরিবেশের ওপর প্রভাব
- প্রকল্পের প্রস্তাবিত নাগরিক সুযোগ সুবিধা, উন্নয়ন কর্মসূচি এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন
- বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা ২০০৪-এর তফসিল-৩ এর ছকে প্রদত্ত urban community facilities সংক্রান্ত তথ্য
- ম্যাপ, নকশা ও প্ল্যান
  ১. মৌজা ম্যাপের উপর প্রকল্প এলাকার সুনির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিত সাইট প্লান (স্কেল ১"=৩৩০'-০");
  ২. সি, এস/আর, এস ম্যাপের উপর প্রকল্প এলাকা এবং এর নিকটবর্তী প্রধান/সংযোগ সড়ক, খাল, বিল, জলাভূমি, উম্ড়বুক্ত স্থান ও অন্যান্য সকল গুরত্বপূর্ন স্থাপনাসমূহের অবস্থানসম্বলিত লোকেশন ম্যাপ (স্কেল ১:১০,০০০);
  ৩. ১"=১৬৫'-০" স্কেলে প্রনীত প্রকল্পের Detailed lay-out Plan ;

৪. ১"=৩৩০'-০" স্কেলে নিম্নবর্নিত ১ সেট নক্‌শা ও পরিকল্পনা, যথাঃ-

ক) Sectoral/ Block/ Zonal/ Neighbourhood Plan including detailed sub-division of lands; খ) Road Network Plan; Drainage Plan;

গ) Utility Services Plan of Water Supply,

ঘ) Sewerage System (Treatment & Final Disposal), Solid Waste Collection & Disposal, Gas Supply, Electricity Supply, Telephone Factlities, etc.

২. **জালালাবাদ ৩-ডি সিজমিক সার্ভে প্রকল্প, সেভরণ বাংলাদেশ ব্লক-১৩ ও ১৪ লিঃ, Bay's Galleria (4th Floor), 57, Gulshan Ave, Gulshan, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩ ডি সিজমিক সার্ভে)ঃ সেভরন বাংলাদেশ ব্লক থারটিন ও ফোরটিন লিঃ কর্তৃক সিলেট এলাকায় ৩-ডি সিজমিক সার্ভে এর জন্য দাখিলকৃত আবেদন পত্র এবং আইইই প্রতিবেদনটি পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত আইইই প্রতিবেদনের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **পূর্বাচল বেস্টওয়ে সিটি, কাঞ্চন, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই ফরমেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন,পর্যালোচনা চেকলিস্ট এবং বিভাগীয় সুপারিশসহ ২৫৬তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পকে বেসরকারী আবাসিক বিধিমালা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যাবলী/কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

- প্রকল্পভুক্ত সমুদয় জমির মালিকানার স্বপক্ষে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক বা এসি ল্যান্ড এর নিকট হতে মৌজা ও সি, এস দাগসূচীর সমন্বয়ে দায়মুক্তি সনদপত্র (No-encumbrance Certificate), খতিয়ান, জমির দলিল, মিউটেশন এবং হাল নাগাদ ভূমি উন্নয়ন করসহ সকল কর পরিশোধের মূল রশিদ দাখিল করিতে হইবে।
- প্রকল্প এলাকার প্রাক-সমীক্ষা প্রতিবেদন
- Sewerage Treatment Plant (STP) অবস্থানসম্বলিত সাইট লোকেশন ম্যাপ এবং STP-এর লে-আউট প্ল্যান
- প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজনীয় মাটির উৎস এবং মাটি সংগ্রহের ফলে উৎসের পরিবেশের ওপর প্রভাব

৪. **বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড -এর নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শহর রক্ষা প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, লোকেশন ম্যাপ, প্রকল্প এলাকার নকশা, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ এর কার্যপরিধিসহ (টিওআর) আইইই প্রতিবেদন দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **হোটেল বে-প্যারাডাইস লিঃ, প্লট-৩৯, হোটেল-মোটেল জোন, রাড-২, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পর্যটন হোটেল নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে প্রকল্পটির প্রস্তাবিত অবস্থান কক্সবাজার ইসিএ এলাকায় হওয়ায় বিষয়টির উপর কোষ্টাল এন্ড বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের নিকট হতে মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চ) বিবিধঃ

১. **জে.আই.টি নিট কম্পোজিট লিঃ, মৌজাঃ বিশৈইয়া কুড়িবাড়ী, মণিপুর, ইউনিয়নঃ মির্জাপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বস্ত্র বুনন ও ডাইং কার্যক্রম) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, EMP ফরমেট, পর্যালোচনা চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রস্তাবিত অবস্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ, উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে লক্ষ্য করা হয় যে, আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে ইটিপি ও ড্রেনেজ পাইপলাইনের নির্মাণকাজ শেষ করা হবে মর্মে উদ্যোক্তার দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর থেকে প্রযোজ্য শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত সাময়িক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশগত সাময়িক ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী আগামী ২৯/০৪/২০১০ তারিখে এনফোর্সমেন্ট টীম কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আরও একবার সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক ইটিপি ও ড্রেনেজ পাইপলাইন নির্মানসহ কারখানায় সকল পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সম্পাদনের সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বস্ত্র বুনন ও ডাইং করার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানাটি পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাবার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্থাপিত ইটিপি-র কার্যকারিতা প্রমানের লক্ষ্যে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। তরল বর্জ্যের গুনগতমান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় উল্লিখিত গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার উর্দ্ধে হলে এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

গ) ইটিপি ও ড্রেনেজ পাইপ লাইনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। ইটিপি চালুকরণ ব্যতীত কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। ইটিপি ছাড়া কারখানা চালু করলে ও অপরিশোধিত অবস্থায় বর্জ্য নির্গমণ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে এ ছাড়পত্র বাতিল করাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

ঙ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ছ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্ত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা।

জ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২. **Environmental Clearance Certificate (ECC) and approval for Magnama Offshore Limited night 3D Seismic Survey CAIRN ENERGY SANGU FIELD LIMITED, IDB Bhaban(9th Floor), E/8-A Rokeya Sharani,Sher-E-Banglanagar (Agargoan), Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩ ডি সিজমিক সার্ভে)ঃ কেয়ার্ণ এনার্জি সাঙ্গু ফিল্ড লিঃ কর্তৃক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন পত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে বিষয়টির উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. **মোবাইল টাওয়ারের বিটিএস রুমে বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসংগে** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোবাইল টাওয়ারের বিটিএস রুমে বিদ্যুৎ সংযোগ)ঃ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত উদ্যোক্তার আবেদনপত্র সভায় পর্যালোচনা কর হয়। পর্যালোচনান্তে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মোবাইল অপারেটরগণ কর্তৃক বেস স্টেশন স্থাপনের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। আলাদাভাবে মোবাইল টাওয়ারের বিটিএস রুমে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য কোন ছাড়পত্র দেয়ার অবকাশ নেই। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. **এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, ২০/এ এম এম আলী রোড, দামপাড়া, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, কাগজপত্রাদি, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত আইইই প্রতিবেদনটির উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(সৈয়দ নজমুল আহসান) **সদস্য-সচিব**	**(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)** **কো-অপট্ সদস্য**	**(ড. মুঃ সোহরাব আলি)** **সদস্য**	**(মোঃ জিয়াউল হক)** **সদস্য**
(মির্জা শওকত আলী) **সদস্য**	**(বে.উ.হা. মোসা. আখতারুজ্জাহান)** **সদস্য**	**(মাহমুদ হাসান খান)** **সদস্য**	**(মোঃ শাহ্জাহান)** **আহবায়ক**